গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা-৫ (র‍্যাপ-৫)
সিডাব্লিউ-১৫

ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এবং রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার) ফেজ-১:
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

বরাবর:
প্রকল্প পরিচালক
উইকেয়ার ফেজ-১: আরসিএমএমআইআইপি
লেভেল-০৩, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

যৌথ উদ্যোগে জমাকারি:

ইএডিএস-ইসিএল-ভিসিপিএল

(এপ্রিল ২০২৫)

Table of Contents

ভূমিকা:..১
প্রকল্পের বর্ণনা:..১
প্রকল্পের পুনর্বাসনের প্রভাব:...১
স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনঃস্থাপন:..২
প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:...২
খরচ/মূল্য নিরূপণ ও বরাদ্দ:...২

ভূমিকা:

বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং প্রধান বাস্তবায়ন-কারী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে (এলজিইডি) সাথে নিয়ে ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার) বাস্তবায়ন করছে। উইকেয়ার প্রোগ্রাম তিন ধাপে ১০ বছরের মধ্যে উক্ত দশ জেলায় যথাক্রমে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও পাবনায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১ম ধাপে, ৫ বছরে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় এবং ২য় ও ৩য় ধাপে পরবর্তী ৫ বছরে বাকী অন্য জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারিত হয়েছে।

উইকেয়ার প্রোগ্রামটির কার্যক্রমের ৪টি ধাপ/পর্যায় রয়েছে যেখানে এলজিইডির কার্যক্রমের মধ্যে ২য় ধাপে রয়েছে: ২য় ও ৩য় পর্যায়ের রাস্তার উন্নয়ন এবং লজিস্টিক অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়ন বিকাশ, ৩য় ধাপে রয়েছে: প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা ও স্থায়িত্ব (টেকসই উন্নয়ন) এবং ৪র্থ ধাপে রয়েছে: কোভিড-১৯ এর উপশম ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম।

প্রকল্পের বর্ণনা:

১ম ফেইজে এলজিইডি কতৃক বাস্তবায়নের জন্য উইকেয়ার প্রোগ্রামে মোট ১৬টি চুক্তি প্যাকেজ (সিডাব্লিউ) রয়েছে। উক্ত চুক্তি প্যাকেজ (সিডাব্লিউ) এর মধ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহন করা হবে না। এই সাব-গ্রুপটি সিডাব্লিউ -১৫, যা ভবানিপুর জিসিএম নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই চুক্তি প্যাকেজ (সিডাব্লিউ) ঝিনাইদহ জেলায় অবস্থিত, যেখানে (সিডাব্লিউ)- ১৫ এর অধীনে তাহেরকুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদে একটি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) রয়েছে, যা হরিণাকুন্ডু উপজেলার অন্তর্গত।

ভবানিপুর গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় অবস্থিত। এই ইউনিয়নে ১৭২টি গ্রাম এবং ১৩৫টি মৌজা রয়েছে। ভবানিপুরে প্রতি সোমবার ও বুধবার সাপ্তাহিক হাট বসে। এই হাটটি বেগুন, পটল, কাঁচা মরিচ, পেঁপে, কলা এবং নানা ধরনের শাকসবজির জন্য বিখ্যাত। বাজারটি ৯২ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ১০৮টি স্থায়ী দোকান রয়েছে যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেন। নির্মাণ কাজের সময় ১০৮টি স্থায়ী দোকানের মধ্যে মাত্র ২৩টি দোকান ভাঙার প্রয়োজন হবে।

এই সাব-গ্রুপের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১ টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) ও তৎসংলগ্ন ৪ টি রাস্তার ২৮.৮০৮ কিঃমিঃ জুড়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রস্তাবিত রাইট অব ওয়ে (রোও) টেবিল-১ এ বর্ণিত হয়েছে এবং বিদ্যমান সড়কগুলিতে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রইয়োজন নেই। তবে, এই চারটি সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের সময় ৫৯টি বৈদ্যুতিক খুঁটি, ৬টি সেতু এবং ৫৬টি কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাস্তা-করিডোরের প্রস্থ নিম্নরূপ: স্কিম-১ (৫.৫ মিটার), স্কিম-২ (৩.৭ মিটার), স্কিম-৩ (৫.৫ মিটার) এবং স্কিম-৪ (৫.৫ মিটার)। (বিস্তারিত টেবিল-১ এ দেয়া আছে) এই সাব-গ্রুপ কম্পোনেন্টকে সঠিক ভাবে পুনর্বাসন, ধারাবাহিক প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য উইকেয়ার প্রোগ্রামের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরপিএফ) অনুযায়ী এই র‍্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

প্রকল্পের পুনর্বাসনের প্রভাব:

শুমারি ও আইও এল জরিপের (আইওএল) ফলাফলে দেখা যায় যে, চুক্তি প্যাকেজ সিডাব্লিউ-১৫ (ভবানিপুর) এর অধীন নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টার মার্কেটে (জি সি এম) মোট ২১টি বাণিজ্যিক অবৈধ দখলদার (স্কোয়াটারস) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে, সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সংলগ্ন ০৪টি সড়কের ২৮.৮০৮ কিলোমিটার এলাকায় কোনো জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

জরিপে আরও দেখা গেছে যে, কোনো মজুর, ভাড়াটে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার (শারীরিক প্রতিবন্ধী, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, নারী প্রধান ও বয়স্ক প্রধান পরিবার) ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অন্যদিকে, গণনা ও (আইওএল), জরিপে পাওয়া গেছে যে, সড়কগুলিতে কোনো

প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (প্যাপস) নেই। সড়ক পুনর্বাসনের জরিপ ও প্রভাব কেবল মাত্র বর্তমান সড়কের প্রশস্ততার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনঃস্থাপন:

রাস্তার প্রশস্তীকরন এবং জিসিএম নির্মাণ এর কার্যক্রম বর্তমান সরকারি রাস্তার ও জিসিএম সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাতে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও রাস্তা আপগ্রেড করার জন্য কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। প্রকৃতপক্ষে, জিসিএম কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে বিক্রেতাদের জিসিএম -এর অবশিষ্ট জমি বা প্রকল্পের কার্যক্রমের আশেপাশের বিকল্প উপযুক্ত জমিতে স্থানান্তরিত করা হবে। দোকান মালিক এবং বিক্রেতারা প্রকল্পের খালি জায়গাতে অথবা আশেপাশে পছন্দনুযায়ী কোন জায়গাতে ৬ মাসের জন্য তাদের ব্যাবসা স্থানান্তর করবে এবং ৯০ দিন আগে এলজিইডি এই নোটিশ প্রদান করবে। এটি লক্ষণীয় যে, প্রকল্প প্রস্তাবিত ভবানিপুর জিসিএম-এর নির্মাণ এলাকার বাইরেও পর্যাপ্ত জমি রয়েছে, তাই তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য স্থান পরিবর্তন করার দরকার হবে না। প্রকল্প, বাজার কমিটির সাথে আলোচনা করে স্থানান্তর প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। এই চুক্তি প্যাকেজ (সিডাব্লিউ)-এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত সত্ত্বাগুলির জন্য বিকল্প কোনও পুনর্বাসন সাইটের প্রয়োজন হবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:

উইকেয়ার প্রোগ্রামের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবেশগত এবং সামাজিক কর্মক্ষমতার সামগ্রিক দায়িত্ব পিআইইউ এর উপর ন্যাস্ত থাকবে। পিআইইউ সেফগার্ড বিশেষজ্ঞ এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী এনজিও/পরামর্শকারী সংস্থার পাশাপাশি, পিআইইউ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি পরামর্শদাতাকে (পিএমএসসি) নিযুক্ত করবে যাতে ঠিকাদার তাদের নির্মাণ-সম্পর্কিত, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের বাস্তবায়ন সহ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা তদারকি করতে পারে যার সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এলজিইডি, কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় পরামর্শক সংস্থা, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইএসএফ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, বাস্তবায়নের সময় যে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য অতিরিক্ত ৩ মাস ধরে ৯ মাসের মধ্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প চলাকালীন জমি অধিগ্রহণ, কাঠামো, গাছ, ব্যবসা এবং অন্যান্য প্রভাবের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ২৪ শে এপ্রিল, ২০২২ সালে জিআরসি, জেভিসি, এবং পিভিএসি (পিভ্যাক) কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগের সমাধান ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশ্ব ব্যাংক এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

খরচ/মূল্য নিরূপণ ও বরাদ্দ:

এই পর্যায়ে, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য একটি আনুমানিক মূল্য (খরচ) ধার্য করা হয়েছে। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থ হল **৭৭২০৬৫.০০** টাকা। পরবর্তীতে আরপিএফ নির্দেশিকা অনুসরণ করে যৌথ যাচাইকরণ কমিটি (জেভিসি) এবং সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটির (পিভ্যাক) সুপারিশের ভিত্তিতে এই বাজেট চূড়ান্ত করা হবে।